আমার বনবাস

জেলাপর্ব

পথে পথে ফের পথের ধুলোয়—
খিদেটা মেটাই ক্ষেতের মুলোয়।

এই গাঁয়ে রাত, ওই গাঁয়ে দিন—
কখনো আহার-নিদ্রাবিহীন।

কখনো ভিক্ষা মিলে যায় ভালো—
রাস্তা আমাকে অনেক শেখালো।

কেউ বলে, নেই তোর কি মা-মাসি?
অল্প বয়েসে হবি সন্ন্যাসী?
কেউ বলে, খোকা,
ফিরে যারে বোকা।

কেউ বলে, শোন আমি তোর দিয়া।
এ জেলার নাম নদে বা নদীয়া।

কেউ বলে, নাও পুজোর প্রসাদ।
এ জেলার নাম মুর্শিদাবাদ

কেউ বলে, তোর কেমন মন যে!
থাক না দুদিন এ রায়গঞ্জে।

কেউ বলে, তুমি এইহানে বহ।
এ জেলার নাম আজ মালদহ।

কেউ বলে, খাও শুধু গুড়-মুড়ি।
এ জেলার নাম জলপাইগুড়ি।

শীত শেষ হলো, এসেছে ফাগুন—
গাছে গাছে শুধু রঙের আগুন।

কোন্ দিকে যাই, কোন্ দিকে?
শিমুলের ফুলে মন দি গে।

শিমুলের দিন শেষ হলো
যেন ফের আসে— তাকে বলো।

ওগুলো কী গাছ— ফুলে ফুলে ভরা?
দেখে লাগে যেন চিত্রিত সরা!
রাস্তার ধারে তিনটে সজনে।
বনবাসে, মন, এদের খোঁজ নে।

তিস্তাপর্ব

ফের ঘর বাঁধি বনের গভীরে।
দুদিন শুয়েছি তিস্তার তীরে।

সারারাত নদী, সারারাত তারা—
ভগবান যেন দিয়েছে পাহারা!

গাঁয়ে যাই শুধু ভিক্ষার দিনে—
গ্রামখানি যেন ভয়ের অধীনে!

কেন এত ভয়? কেন এত শোক?
বড্ড গরিব এগাঁয়ের লোক!
নিজেরা না খেয়ে খাওয়াবে আমাকে
খিদে পেলে খিদে মেটাবে তামাকে!
কোনোদিন জোটে শুধু শাকভাত—
দিনগুলি যেন শাঁখের করাত!

এত দয়ামায়া, এত ভালো লোক—
শাকপাতা খাবে যাহোক তাহোক?

ময়দা-আটা হিং
বোঝাই লরি যাচ্ছে দার্জিলিং।

লরির মাথায় তিস্তাপারের বক।
এ লরি যায় শুনছি তো গ্যাংটক।

ভুটান যাবেন? ভুটান?
হাঁকতে হাঁকতে ড্রাইভার তার বিড়িতে দেয় দুটান।

পথ গিয়েছে সোজা—
পথ কি কারো বোঝা?
কোন পথে কী টানে—
পথিক শুধু জানে।

পথও একা, আমিও একা, এই মনে হয় বেশ!
দেশের সঙ্গে পথেই দেখা, পথে পথেই দেশ।
হঠাৎ যখন অচেনা কেউ সামনে দিয়ে যায়,
কৌতূহলে আমার দিকে চায়—
কী যে ভালো লাগে তখন সেই মানুষের মুখ,
এ এক ভারি অন্য রকম সুখ!
শহর আমার ভুলিয়েছিল যেটা
বনবাসে হঠাৎই পাই সেটা।

তাছাড়া কত পাখি, তাদের কত রকম ডাক—
সেসব আমার মনের মধ্যে থাক।
তাদের রঙিন ডানার ওঠা-পড়া
ঠিক মনে হয়, টুকরো টুকরো রামধনুতে গড়া।
পাখির গায়ে ফুলেরও রং, ফুলের গায়ে পাখির—
কোনটা ছেড়ে কোনটাতে চোখ রাখি!

(আংশিক)

প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৯৩